নারী নির্যাতনকারী হায়দার ঢাকাতে গ্রেফতার

কর্ণফুলী রিপোর্ট

নানা কারনে সিডনীর কৃষক-মহল ছাড়াও সাধারণ প্রবাসীদের কাছে হায়দার ব্যাপক পরিচিত। সেই হায়দার ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন আইনে গ্রেফতার হয়েছেন। আইনি লড়াই শুরু হয়েছে মাত্র। উক্ত দুঃসংবাদটি শোনার পর কেউ কেউ জানতে চান, কে এই হায়দার? নিঃসন্তান হায়দার কুড়ি বছর বিবাহিত, দীর্ঘদিনের বেকারত্ব কাটাতে শ্বশুর পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি সিঙ্গাপুরিয়ান কোম্পানিতে 'এক্সিকিউটিভ' পদে চাকুরি নিয়ে সপরিবারে তিনি সম্প্রতি ঢাকাতে যান। কিন্তু গত ১০ নভেম্বরের দুর্ঘটনার পর তিনি এখন 'পুনরায়' চাকুরী হারান। সমাজসেবা এবং অসহায় 'ভাবী'দের খেদমতে আত্মনিয়োগ করার জন্যে তিনি সিডনীতে পুনরায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের ফৌজদারী আইন আপাতত তার সেই আকাঙ্খাকে থমকে দিয়েছে। হায়দার ১৯৯০ সনে ঢাকার একটি বনেদী পরিবারে দ্বিতিয়বারের মত বিয়ে করেন। তার হতভাগা স্ত্রী মিঠু একজন ডেন্টিষ্ট। উল্লেখ্য, তার প্রথম স্ত্রীও নির্যাতনের দুঃসহ যন্ত্রনা থেকে উদ্ধার পেতে ১৯৮৮ সনে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, অতপর তিনি ভাইদের সহযোগীতায় তালাক দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বৃহত্তর সিডনী মহানগরের পশ্চিম-শেষাংশে অনেকটা 'গ্রামীন-শহরের' আদলে গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকা মিন্টোর 'ক্যাপ্টেন কুক' নামে হায়দারের বেশ পরিচিতি আছে। আউটস্কার্ট সিডনীর এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটিতে 'হোটেল ভুঁইয়া' নামে একজন ধর্মপ্রান ব্যাক্তি তাকে প্রথম সেখানে টেনে নিয়ে যায়। তারপর হায়দার নিজেই একে একে প্রচুর বাংলাদেশীকে বিপদের দিনে 'হাতুড়ী ও বাটাল' দিয়ে সহযোগীতা এবং ইসলামীক সোসাইটি গড়ার প্রলোভন দেখিয়ে মিন্টোতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশীরাও কম যায়না, যেখানে সস্তা সেখানেই ভরে বস্তা। 'যাইতে একবেলা এবং আসিতে একবেলা' এমনি দুরুত্বের সেই মিন্টোতে বাংলাদেশীদের আজ জমজমাট অবস্থা। হায়দারের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। নিচু স্বরে কথা বলা, বিনয়ী ও ভদ্রবেশী এ লোকটিকে একনজর দেখলে এবং তার ধর্মবানী শুনলে যে কারো হৃদয় শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে যাবে। মিন্টো, ম্যাকুয়ারী ফীল্ডস্ ও ইঙ্গেলবার্ন সহ ঐ অঞ্চলটিতে একজন দাতা 'হ্যান্ডিম্যান' হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। বিনে পয়সায় প্রায় সকল বাংলাদেশীদের ঘরে তিনি পেরেক ঠুকেছেন, বাটাল দিয়ে অনেকের ঘরের তক্তার ছাল ছেটেছেন। তার কাছে সুবিধা নেয়নি এমন বাংলাদেশী ঐ অঞ্চলে বিরল। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অথচ বাড়ীর মালিক এরকম দুর্ভাগা বাংলাদেশীদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতুল্য। ভাবীদের কাছে তার কদর ছিল তারচে বেশি, বিশেষ করে ভাইয়েরা তাদের বাড়ীর ঋন শোধ করতে যখন বাড়ীর বাইরে কাজে ব্যাস্ত ঠিক তখনি তিনি ভাবীদের 'খেদমতে' নিজেকে নিবেদন করতেন। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ঠগুলো ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উম্মুক্ত হৃদয়ের নর্দমার মত ধীরে ধীরে যখন প্রকাশ হতে লাগলো তখন তিনি নিজেকে অতি সন্তর্পনে গুটিয়ে নিতে থাকেন এবং স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার জন্যে অনেকের দরোজা বন্ধ হলেও কিছু সংখ্যক তথাকথিত সমাজসেবক ও হাজী নামক 'পাজী'দের ঘরের দরোজা কখনো বন্ধ হয়নি। বিশেষ করে 'সিডনীর ঘরজামাই' খ্যাত আলহাজ আজীজ তাদের মাঝে একজন। সিডনীতে অবস্থানকালীন সময়ে হায়দার দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তার ২য় স্ত্রীর (মিঠু) উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। অনেক প্রতিবেশী ও তথাকথিত বন্ধুরা স্বচোক্ষে তা দেখেছিলেন। পারিবারের ঘনিষ্ঠজনদের এমন কেউ বাদ ছিলনা যারা অসহায় এ নারীর আর্তনাদ শোনেনি। তবুও কেউ মিঠুর সহযোগীতায় এগিয়ে আসেনি। শরিরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে স্থায়ী দাগ পড়ে গিয়েছিল এ নারীর, কারো একটু মায়া হয়নি। হায়দারের দোসর ও পরামর্শ দাতা ঘরজামাই আজীজ সকলি জানতো এবং 'দাগ যেন না পড়ে' সেভাবে স্ত্রীকে 'শাসন' করার জন্যে ইসলামিক কায়দায় হায়দারকে তিনি হেদায়েত করতেন। কিন্তু 'আল্লাহ'র মাইর ঘরের বাইর' বলে প্রবাদ আছে। হায়দার তার দোসর আজীজের ঘরে সিঁদকেটে তারই সদ্যবিবাহিতা কন্যা-জামাতাকে গোপনে কীভাবে নারী নির্যাতন করতে হয় তার তালিম দিয়ে যেত। হায়দার তার স্ত্রীকে পিটিয়ে ভুলুণ্ঠিত করে ক্লান্ত হয়ে যখন আজীজের বাড়ীতে গিয়ে বিশ্রাম নিতো ঠিক তখনি আজীজের স্নেহময়ী কন্যা তার জামাতার নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাবার বাড়ীতে এসে আশ্রয় খুঁজতো। শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়ে 'ঘরজামাই আজীজ'এর

কন্যা শেষাব্দি তার সংসারের ইস্তফা টানতে বাধ্য হয়েছিল। হায়দার যেমন আজীজের কন্যার নির্যাতনের কথা গোপনে লালন করে রেখেছিল ঠিক তেমনি আজীজও হায়দরের স্ত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতনের কথা চেপে গিয়েছিল। মিসঃ কয়লার উৎসাহে 'গোপী গাইন ও বাঘা বাইন' এ জুটি পরস্পরকে বরাবরই সাহায্য করে গেছে।

গত ১০ নভেঃ সকালে একটি অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে হায়দার ঢাকাতে তার স্ত্রীকে আমানবিকভাবে নির্যাতন করে। মিঠু অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত হায়দার তাকে সিল-পাটাতে পিষেছিল। প্রতিবেশীদের ডাকে শেষাব্দি রক্তাক্তাবস্থায় মিঠুকে পুলিশ উদ্ধার করে এবং হায়দারকে গ্রেফতার করে। পরবর্তিতে হায়দার শর্তসাপেক্ষে জামিন নিয়ে আপাতত মুক্তি পায়। বিষয়টি এখন বাংলাদেশ ফৌজদারী আইনের আওতায় বিচারাধীন। জামিনে মুক্তি পেয়ে হায়দার তার স্ত্রীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে সিডনীতে যোগাযোগ শুরু করেন। মিঠু সিডনীতে একটি বড়মাপের চাকুরী করতেন আর হায়দার ঘর-গৃহস্থালী করতো। মিঠুর উপার্জনে টোনা-টুনি দুজনের সংসার ভালো চলতো। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে গত কয়েক বছর আগে মিঠু প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার অষ্ট্রেলিয়াতে এনে বাড়ীর ঋন শোধ করেছিলেন। বন্ধুমহলে সকলেই তা জানে এবং জানতো। সংসারহারা ও সদ্য তালাকপ্রাপ্তা নিজ কন্যার কষ্টে ক্ষতবিক্ষত আজীজ আরেকজনের কন্যার কষ্টকে পদদলিত করে পুনরায় হায়দারের সহযোগীতায় এগিয়ে আসে। আপাতত মামলা চলাবস্থায় হায়দার ঢাকা ছাড়তে পারবেনা বলে শোনা গেছে। তাই হায়দার তারই দোসর হাজী আজীজের পরামর্শ অনুযায়ী সিডনীস্থ তাদের দাম্পত্য জীবনের সঞ্চিত বাড়ী ও ব্যাংক গুলোতে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়। হায়দার ঢাকাতে বসেই আজীজের পরামর্শানুযায়ী টেলিফোনে উক্ত কাজগুলো সমাপন করেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি ও পরবর্তিতে অষ্ট্রেলিয় আইনে লড়াইয়ের জন্যে হায়দার সিডনীতে আসলে তার ঘরের দরোজা খোলা আছে বলে আজীজ তাকে আশ্বাস দেয়।

মানবাধীকারের দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে দীর্ঘদিন একজন শিক্ষিতা, চাকুরীজিবী ও অসহায় নারী ধারাবাহিকভাবে মার খেয়ে গেছেন, হায়দারের বন্ধুমহলে কারো চোখে পড়েনি!! কেউই বিশ্বাস করছেনা তা। অথচ বাংলাদেশে তাদের মাত্র আড়াই মাস অবস্থানে তা উদ্ঘাটিত হলো! মানবাধীকারের দেশ ডিঙ্গিয়ে মানবাধীকার লঙ্ঘিত দেশে গিয়ে হায়দার ধরা খেল!! পাশবিক নির্যাতন ও সন্তানহীনতার যাতনায় ক্ষতবিক্ষত মিঠু তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধুমহলের সকলের সামনে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়েছিলেন। তবুও মিঠুর সহযোগীতায় কেউ এগিয়ে আসেনি, সিডনী ছিল এতই নিষ্ঠুর। ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি মিঠু গত ২১ নভেঃ আদালতে তালাকনামা দায়ের করেন। মিঠু একজন শিক্ষিত দন্তচিকিৎসক, দেশে গিয়েই তিনি এবার তার 'পতি পরম গুরু'র আক্কেল-দাঁত খুলে ফেল্লো!! মিঠুর উক্ত সিদ্ধান্তের জন্যে সকলে তাকে দুর থেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

প্রাকবিবাহ মেডিকেল রিপোর্টে জানা ছিল নিঃসন্তানের দায় সম্পুর্ন হায়দারের, কিন্তু বিষয়টি গোপন রাখে হায়দার। তাই শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে মনে করেন সিডনীতে তাদের সঞ্চিত সম্পদ ও সম্পত্তি ১ ঃ ১ হিস্যায় আইনের সাধারন বাটখারায় ভাগ হবেনা। কারন সন্তান প্রজননে অক্ষমতার তথ্য গোপন রেখে বিয়ে করে একজন সক্ষম নারীকে তার প্রাকৃতিক দাবী থেকে বঞ্চিত করার বিষয়ে ক্ষতিপুরনের মামলায় অষ্ট্রেলিয় আইনে হায়দার ফেঁসে যেতে পারে বলে আইনজ্ঞরা মনে করছেন। সেক্ষেত্রে হায়দার তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে আইনগতভাবে বঞ্চিত হতে পারে।

সমাজে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা প্রকাশ্যে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী, তাদের নির্মল হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে কিন্তু ঘরে যে তারা কত নিষ্ঠুর, বিকৃত মস্তিষ্ক ও পাশবিক তা কেউ স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেনা। অথচ কিছুক্ষেত্রে তার উল্টোটিও দেখা যায়, যেমন রুক্ষ পুরুষদের বেলায়, যারা বাইরে কর্কষ এবং দেখতে মনে হয় কঠোর, বাস্তবে তারা নিজ গৃহে দেবতুল্য পুজণীয়, উদার এবং অতি বিনয়ী। 'নারী নির্যাতনে শুন্য সহনশীলতা' এই নীতিতে বিশ্বাসী সকলে অসহায় মিঠু'র সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত বলে প্রবাসী সুশীল বাংলাদেশীরা মনে করেন।

পাঠক প্রতিক্রিয়া # ১ পাঠক প্রতিক্রিয়া # ২ পাঠক প্রতিক্রিয়া # ৩ পাঠক প্রতিক্রিয়া # ৪